বৈশ্বিক বিষয়ের স্থানীয়করণ

স্থানীয় পর্যায়ে মানবাধিকার আইন সংক্রান্ত বিশ্ব চুক্তি বাস্তবায়ন

গ্রন্থনা ঃ কলোম্বাস ইগবোয়ানুসি
সম্পাদনা ঃ লিয়াম মাহোনী

দি সেন্টার ফর ভিকটিম অব টরচার কেন্দ্রের নয়া কৌশল প্রকল্প কর্তৃক প্রকাশিত একটি কৌশল পত্র সহায়িকা ।

NEW Tactics in Human Rights

প্রকাশনায়ঃ
দি সেন্টার ফর ভিক্টিমস অব টর্চার
নিউ ট্যাক্টিক্স ইন হিউম্যান রাইটস প্রজেক্ট
৭১৭ ইস্ট রিভার রোড
মিনাপোলিস, এম এন ৫৫৪১০ যুক্তরাষ্ট্র
www.cvtorg www.newtactics. org

নোটবুক সিরিজ সম্পাদক
লিয়াম মাহোনী

© ২০০৩ সেন্টার ফর ভিক্টিমস অব টর্চার
সমস্ত কপি সংক্রান্ত নোটিস প্রকাশের পর এ প্রকাশনা পুনরায় ছাপানো এবং ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ায় প্রকাশ করা যাবে।

ট্যাক্টিকাল নোটবুক সিরিজের পক্ষে সহযোগিতা
যে সব দাতাগোষ্ঠীর সহায়তায় এ নোটবুক সিরিজ তৈরী করা হয়:
দি ইউনাইটেড স্টেট্স ইনিস্টিটিউট অব পিস, দি ন্যাশনাল ফিলানথ্রোপিক ট্রাস্ট, দি অরগানাইজেশান ফর সিকিউরিটি এ্যান্ড কোঅপারেশান ইন ইউরোপ, দি ইউনাইটেড স্টেট্স ডিপার্টমেন্ট অব স্টেট, দি সিগ্রিড রসিং ট্রাস্ট(প্রাক্তন রুবেন এ্যান্ড এলিজাবেথ রসিং ট্রাস্ট), দি জন ডি. এ্যান্ড ক্যাথেরীন টি. ম্যাকার্থার ফাউন্ডেশান এবং নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক অন্য একটি ফাউন্ডেশান এবং জনৈক ব্যক্তি।

তাছাড়া, দি কিং বদুইন ফাউন্ডেশান রোমানিয়ায় অবস্থিত আমাদের সহযোগি সংগঠন আইসিএআর কে আঞ্চলিক প্রশিক্ষণ কর্মশালা পরিচালনা এবং কর্মশালায় অংশগ্রহণকারীগণ কতৃক ট্যাক্টিকাল নোটবুক তৈরীতে মঞ্জুরী প্রদান করে ।

❖ *এ রিপোর্টে উল্লিখিত মতামত নিউ ট্যাক্টিক্স ইন হিউম্যান রাইটস প্রজেক্টের মতামতকে প্রতিফলিত করে না এবং এ প্রজেক্ট নির্দিষ্ট কোন কৌশল বা নীতিমালা সমর্থনও করে না।*

সূচীপত্র

লেখকের জীবন-ইতিহাস ৪
পরিচিতি ৫
LHRA গঠন ইতিহাস ৬
এ কৌশল কিভাবে কাজ করে ৯
কৌশলের ফলাফল ১৩
বাধা এবং চ্যালেঞ্জ ১৪
অন্যত্র এ কৌশল বাস্তবায়ন ১৫
উপসংহার ১৭

স্বীকৃতি

আমি লীগ অব হিউম্যান রাইটস্ এ্যাডভোকেটসের সকল স্থানীয় মনিটরবৃন্দের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি, যারা কোন না কোন ভাবে এ নোটবুক লেখায় অবদান রেখেছেন।

আমি 'ওপেন সোসাইটি ইনস্টিটিউটে'র জেমস্ গোল্ডস্টোন, স্টিফেন হামফ্রে আর এমিলি মার্টিনেজের ব্যক্তিগত ও যৌথ অবদানকেও স্মরণ করি, যাঁরা লীগ অব হিউম্যান রাইটস্ এ্যাডভোকেটসের কর্মকান্ডকে জনসমক্ষে প্রকাশে ভূমিকা রেখেছেন।

সেন্টার ফর ভিক্টিমস্ অব টর্চারে কর্মরত কাতে কেলশ্, ডগলাস জনসন এবং লিয়াম মাহোনীর মত বন্ধু ও সহকর্মীবৃন্দ যাঁরা নিউ ট্যাকটিক্স ইন হিউম্যান রাইটস্ প্রজেক্ট, বিশেষত সিনাইয়া-রোমানিয়া গ্রুপের উন্নয়নে ভূমিকা রেখেছেন তাঁদের প্রচেষ্টাকেও বিশেষভাবে মূল্যায়ন ও স্মরণ করছি।

মানবাধিকারে
নয়া কৌশল

দি সেন্টার ফর ভিক্টিমস্ অব টর্চার
নিউ ট্যাক্টিক্স ইন হিউম্যান রাইটস্ প্রজেক্ট
৭১৭ ইস্ট রিভার রোড
মিনাপোলিস, এম এন ৫৫৪৫৫
newtactics@cvt.org
www.newtactics.org

মানবাধিকারে
নয়া কৌশল

ফেব্রুয়ারী ২০০৩

সুপ্রিয়,
'নিউ ট্যাকটিক্স ইন হিউম্যান রাইটস' নোটবুক সিরিজে স্বাগতম! এ সিরিজের প্রতিটি নোটবুকে একজন মানবাধিকার কর্মী এমন একটি কৌশলগত উদ্ভাবনের বিষয় তুলে ধরেছেন যা মানবাধিকারের অগ্রযাত্রায় সফল বলে প্রমাণিত। এদের মধ্যে রয়েছেন শিক্ষক, লাইব্রেরিয়ান, স্বাস্থ্য কর্মী, আইন বিশারদ এবং নারী অধিকার সমর্থকদের মত মানবাধিকার আন্দোলনে সম্পৃক্ত ব্যক্তিত্ব। তারা যেসব কৌশলের উন্নয়ন ঘটিয়েছেন তা কেবল তাদের নিজ দেশের মানবাধিকার ইস্যুতেই অবদান রাখেনি বরং তা অন্যান্য দেশের ভিন্ন প্রেক্ষাপটেও অবদান রাখার যোগ্যতা রাখে।

প্রত্যেক নোটবুকে রয়েছে সফলতা অর্জনের পথে সংশ্লিষ্ট লেখক এবং তার সংস্থার নেয়া বিভিন্ন উদ্যোগের বিস্তারিত বিবরণ। আমরা মানবাধিকার কর্মীদেরকে তাদের গৃহীত কর্মকৌশল সম্বন্ধে উৎসাহিত করতে চাই, যা তারা বৃহত্তর স্ট্র্যাটেজি বাস্তবায়নে এবং কৌশলমালার কলেবর বৃদ্ধিতে প্রয়োগ করেছে।

এ নোটবুক থেকে আমরা এমন এক মনিটরিং কৌশল সম্পর্কে জানব যা মানবাধিকারের অপব্যবহার ও তা রোধে নীতিমালা, আইন, চুক্তির মধ্যে সেতুবন্ধনে সাহায্য করেছে এবং যার সৃষ্টি হয়েছে মূলত মানবাধিকার লঙ্ঘণ প্রতিরোধের স্বার্থে। আইন, পলিসি, মানবাধিকার লঙ্ঘণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো প্রায়ই কেবল বিভিন্ন রাজনৈতিক ফোরামের আলোচনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে। স্লোভাকিয়ার দি লিগ অব হিউম্যান রাইটস এ্যাডভোকেটস ভোটাধিকার হরণ করা হয়েছে এমন জনগোষ্ঠী থেকে লোক নিয়োগ করে, যেমনটি করা হয়েছে রোমাদের ক্ষেত্রে, যাদেরকে মনিটর হিসবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। মনিটরবৃন্দ বলতে গেলে প্রথমবারের মত জাতীয় ও আন্তর্জাতিক আইনের অধীনে তাদের অধিকার সম্পর্কে জানতে পারে। LHRA এবং মনিটরবৃন্দ অতপর টাউন হল, থানা, স্কুল, কম্যুনিটি সর্বত্র প্রয়োগ করতে সচেষ্ট হয়। স্লোভাকিয়ায় প্রয়োগকৃত কৌশলমালা আমাদের নিজ নিজ জনগোষ্ঠী ও দেশের একই সমস্যার ক্ষেত্রে প্রয়োগ করা যেতে পারে।

ট্যাকটিকাল নোটবুক সিরিজ www.newtactics.org. অনলাইনে পাওয়া যেতে পারে। পরবর্তীতে আরও নোটবুক সংযোজন করা হবে। ওয়েব সাইটে কৌশল সংক্রান্ত নানা তথ্য-উপাত্ত, মানবাধিকার কর্মীদের আলোচনা বৈঠক, কর্মশালা ও সিম্পোজিয়ামের সংবাদও পাওয়া যেতে পারে।

'দি নিউ ট্যাক্টিক্স ইন হিউম্যান রাইটস প্রজেক্ট' বিশ্বব্যাপী মানবাধিকার কর্মী ও অন্যান্য সংস্থার নেয়া এক আন্তর্জাতিক উদ্যোগ। প্রকল্পের সমন্বয়ে রয়েছে দি সেন্টার ফর ভিক্টিমস্ অব টর্চার বা সিভিটি। নতুন কর্মকৌশলের প্রবক্তা এ প্রকল্প এমন এক কেন্দ্র যা শুধু মানবাধিকার সুরক্ষায় ও নিগৃহীতের চিকিৎসায় এগিয়ে আসেনি বরং তা নাগরিক নেতৃত্ব পুনরুদ্ধারেও কাজ করেছে।

আমরা আশা করি এ নোটবুক একটি তথ্যবহুল ও ভাবনা কেন্দ্রীক উপস্থাপনা হিসাবে প্রমাণিত হবে।

বিনীত,

Kate Kelsh

কাতে কেলশ্
নিউ ট্যাকটিক্স প্রকল্প ব্যবস্থাপক

কলোম্বাস ইগবোয়ানুসি

ড: কলোম্বাস আই. কে. ইগবোয়ানুসি একাধারে আন্তর্জাতিক আইন বিষয়ে প্রশিক্ষক, আইনজীবী, গবেষক এবং মানবাধিকার কর্মী। লাগোস, মস্কো এবং ব্রাতিসলাভায় শিক্ষা অর্জনকারী ড: কলোম্বাস রুশ এবং ফরাসী ভাষায় বি,এ, অনার্স ডিগ্রী অর্জন করেন। এছাড়াও তাঁর রয়েছে আন্তর্জাতিক আইনে মাস্টার্স এবং আন্তর্জাতিক সরকারি আইনে ডিপ্লোমা ও ডক্টরেট ডিগ্রী। ইংরেজী, রুশ, স্লোভাক, ফরাসী, ইবো, হউসা এবং ইওরুবা ভাষায় রয়েছে তাঁর দারুণ দখল। তিনি ব্রাতিসলাভা ও স্লোভাকিয়ার 'লীগ অব হিউম্যান রাইটস এ্যাডভোকেটস্' এর নির্বাহি পরিচালক এবং প্রতিষ্ঠাতা সদস্য এবং ইন্টারন্যাশনাল ক্লাব ফর পিস্ রিসার্চের পূর্ব এবং মধ্য ইউরোপীয় শাখার আন্তর্জাতিক প্রতিনিধি। এছাড়া তিনি ভিয়েনা এবং জেনেভায় অবস্থিত জাতিসংঘ দপ্তরে ICPR প্রতিনিধি।

দি লীগ অব হিউম্যান রাইটস্ এ্যাডভোকেটস (LHRA)

LHRA এর উদ্দেশ্য ঃ

- ✓ স্লোভাকিয়ার মানবাধিকার-অবস্থা পর্যবেক্ষণ ও প্রতিবেদন প্রণয়ন
- ✓ মানবাধিকার সংক্রান্ত অপব্যবহারের শিকার জনগোষ্ঠীর পক্ষে সাহায্য ও সুরক্ষা প্রদান সহ আত্মপক্ষ সমর্থনে তাদেরকে আইনি সহায়তা দান
- ✓ মানবাধিকার সংক্রান্ত শিক্ষা ও অধিপরামর্শ

LHRA ১৯৯৯ সালের স্লোভাকীয় আইনের আওতায় নিবন্ধনকৃত এমন একটি বেসরকারি, অলাভজনক, দাতব্য সংস্থা, যা বহুসাংস্কৃতিক ধারণা সহ বর্ণবাদ, বর্ণবৈষম্য, জেনোফোবিয়া এবং এ্যান্টি-সেমিটিজম বিরোধী কর্মশালা, সেমিনার এবং সভা সমিতির মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পথে সামাজিক পরিবর্তনজনিত ধারণাকে সমর্থন করে। সংস্থা সংশ্লিষ্ট সরকারি আইন ও পলিসিকে চিহ্নিত করার পাশাপাশি বস্তুনিষ্ঠ সমালোচনার মাধ্যমে সে আইন ও পলিসিকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করে এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর আগ্রহ সৃষ্টিতেও ভূমিকা রাখে।

LHRA এর প্রবিধান সমূহ নিম্নরূপ ঃ

- মানবাধিকারের অপব্যবহারের ফলে ক্ষতিগ্রস্থ পক্ষসমূহ বিশেষত রোমা জনগোষ্ঠী, অভিবাসী, মহিলা, শিশু, আশ্রয় প্রার্থী এবং দরিদ্র বন্দীদেরকে স্থানীয় আদালত, আন্ত:সরকারি মানবাধিকার প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক পর্যায়ে বিনামূল্যে ফলপ্রসূ আইনি সহায়তা প্রদান
- মানবাধিকার লঙ্ঘণ পর্যবেক্ষণ এবং অনুসন্ধানী দল প্রেরণ
- সরকারি প্রতিষ্ঠান এবং প্রশাসনিক কতৃপক্ষ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন বাস্তবায়ন করছে কিনা তা পর্যবেক্ষণ
- মানবাধিকার সংক্রান্ত শিক্ষা ও অধিপরামর্শ
- আইনজীবী, বিচারক, সাংবাদিক, মানবাধিকার কর্মী এবং সংশ্লিষ্ট পক্ষসমূহকে প্রশিক্ষণ প্রদান
- স্থানীয় পর্যায়ে মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক সনদ বাস্তবায়ন ও তা পর্যবেক্ষণ
- বিশেষত রোমা জাতি ও অন্যান্য সংখ্যালঘু সম্প্রদায় ভূক্ত স্থানীয় মানবাধিকার কর্মীদের ক্ষমতায়ন ও একত্রীকরণ
- জাতীয় ও আন্তর্জাতিক প্রবিধান অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘণের ক্ষেত্রসমূহ চিহ্নিতকরণ

যোগাযোগ ঃ
লীগ অব হিউম্যান রাইটস এ্যাডভোকেটস
জাভোটোভা ২
৮১১০৪ ব্রাতিসলাভা
স্লোভাক প্রজাতন্ত্র
টেলিফোন / ফ্যাক্স +৪২১ ২৫২ ৪৯৪ ৭২০
ই মেইল : admin@lhra-icpr. org

পরিচিতি

এ নোটবুকে স্লোভাকিয়ায় মানবাধিকার পর্যবেক্ষকদের সমন্বয়ে সৃষ্ট স্বেচ্ছাসেবক নেটওয়ার্কের গঠন ও কার্যক্রম সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। এ নেটওয়ার্ক লীগ অব হিউম্যান রাইটস এ্যাডভোকেট বা LHRA -র তত্ত্বাবধানে কাজ করে। LHRA বিশ্বাস করে যে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত প্রতিশ্রুতিগুলো স্থানীয় পর্যায়ে মানা হচ্ছে কিনা তৃণমূল পর্যায়ে এর পর্যবেক্ষণ রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রশাসনিক যন্ত্রকে আন্তর্জাতিক প্রবিধানসমূহ মানতে উৎসাহ যোগায়। তাছাড়া, LHRA -র তদন্তমূলক ও গণ শিক্ষা কার্যক্রম এবং আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংস্থাগুলোর সাথে উঁচু পর্যায়ের যোগাযোগ স্লোভাক সরকারের উপর যথেষ্ঠ মাত্রায় চাপ সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে।

LHRA -র স্বেচ্ছাসেবক মনিটরবৃন্দ এভাবে স্থানীয় রোমা জনগোষ্ঠী এবং মানবাধিকার লঙ্ঘণের শিকার অন্যান্য জনগোষ্ঠীর পক্ষে ন্যায়বিচার পেতে সাহায্য করে। তাছাড়া, LHRA মনিটরবৃন্দ নিজেরাই রোমা সম্প্রদায়ভূক্ত বিধায় LHRA প্রশিক্ষণ প্রক্রিয়া তাদেরকে সহজেই তাদের অধিকার অনুধাবনে এবং তা আদায়ে সক্ষম করে তোলে।

কর্মরত মনিটরবৃন্দ

গ্রীষ্মের তাপদগ্ধ শনিবারের এক রাত। মি: কঙ্কা লাকাটোস আর রোমা (যাযাবর) জাতিভূক্ত তার তিন বন্ধু - মার্সেল দির্দা, জান পোলাক এবং আঁদ্রে ওলাহ্, পূর্ব স্লোভাকিয়ার মিকালোভ্সি শহরের SAS নৈশ ক্লাবে রাত কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। টিকিটের জন্য ক্লাবে গেলে ভয়ঙ্কর চেহারার পাহারাদারেরা তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে এবং তাদেরকে ক্লাব এলাকার বাইরে যেতে বলে। "ভন্, সিগানি! ভন্!" - "বেরিয়ে যাও, যাযাবরের দল! বেরিয়ে যাও! তোমাদের এখানে ঢোকার অনুমতি নেই! যাযাবরদের এ ক্লাবে কোন কিছুই পরিবেশন করা হয় না।"বলে তারা চেঁচিয়ে ওঠে।

মি: লাকাটোস আর তার বন্ধুরা কোন কিছু জিজ্ঞাসা করার আগেই দ্বাররক্ষী তাদেরকে ধাক্কা দিতে শুরু করে এবং মূহুর্তের মধ্যে তাদেরকে ক্লাবের বাইরে টেনে হিঁচড়ে বের করে দেয়। আরও অপমান, অবমাননা কিংবা হয়রানীর ভয়ে তারা লজ্জায় ঘৃণায় দ্রুত নীরবে সেখান থেকে চলে যায়। কয়েক মূহুর্ত পর ১৯ থেকে ২৫ বছর বয়েসী ক'জন যুবক ক্লাব থেকে বেরিয়ে তাদেরকে তাড়া করে এবং কিছু দুরে তাদেরকে বেস বলের ব্যাট, মুগুর আর লোহার রড দিয়ে পেটাতে থাকে। তাদেরকে পিটিয়ে এতটাই আহত করা হয় যে তাদের একজনকে তিন সপ্তাহ হাসপাতালে থাকতে হয়। এত কিছুর পরও মি: লাকাটোস আর তার বন্ধুরা বড় বড় ক্লাব মালিকদের ভয়ে পুলিশকে এ ঘটনা জানাতে পারেনি।

মিকালোভসি জেলায় বসবাসকারী মি: মিলান দানিস্, যিনি জাতিতে রোমা এবং স্থানীয় LHRA মনিটর, পরের দিন এ ঘটনা জানতে পেরে হাসপাতালে আহতদের দেখতে যান। সেখানে তিনি তাদের জবানবন্দী নেন এবং ছবি তোলেন। ঐ দিনই তিনি LHRA প্রধান কার্যালয়ে একটি রিপোর্ট পাঠান। সেখান থেকে তাকে পরামর্শ দেয় হয় আহতদেরকে বোঝাতে যে তারা যদি পুলিশকে এ ঘটনা জানায়, তবে এ জন্য কেউ তাদেরকে কিছু বলবে না। অতপর তাদের একজন মি: দানিসের সাথে থানায় গিয়ে অভিযোগ দায়ের করে। ক'সপ্তাহ পর তিনি তাদের সবাইকে মামলা সংক্রান্ত তদন্তে LHRA এ্যাটোর্ণীদেরকে সহযোগিতা করার জন্য রাজি করাতে সমর্থ হন। অতপর LHRA এ্যাটোর্ণী জেনারেল বরাবর মামলা রূজু করলে আদালত ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেয় এবং অভিযুক্তদের গ্রেফতার করে কারাগারে পাঠিয়ে দেয়া হয়।

এ ঘটনা প্রমাণ করে যে, LHRA মনিটরিং নেটওয়ার্ক রাষ্ট্রীয় প্রশাসন এবং প্রান্তিক নাগরিকদের মধ্যে এমন এক সেতু বন্ধন তৈরী করতে পারে, যা মানবাধিকার এবং মৌলিক স্বাধীনতার প্রতি সম্মান অর্জনে সহায়ক। মনিটরদের কর্মকান্ড এবং LHRA কতৃক গৃহীত আইনি পদক্ষেপ প্রকারান্তরে রাষ্ট্রের দুর্বলতাকে তুলে ধরলেও পাশাপাশি তা মানবাধিকার সংরক্ষণেও ভূমিকা রাখে। স্বেচ্ছাসেবী কার্যক্রম ভিত্তিক এ কৌশল হল ফলপ্রসূ, সুলভ এবং তুলনামূলকভাবে সহজে প্রয়োগযোগ্য এমন এক কৌশল; যার অভিষ্ঠ লক্ষ্য হল স্থানীয় প্রশাসন ও জনগোষ্ঠী। এ কৌশল স্থানীয় কতৃপক্ষকে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন অনুধাবন এবং স্থানীয় পর্যায়ে তা প্রয়োগে সহায়তা করে থাকে।

LHRA গঠন ইতিহাস

LHRA নির্বাহী কর্মকর্তা কলোম্বাস ইগবোনুয়াসি ১৯৯৪ সালে আইন বিষয়ে পড়াশুনা করতে নাইজেরিয়া থেকে স্লোভাকিয়ায় আসেন। "আমি বর্ণবাদ কি তা জানতাম না। আমার দেশে আমি কখনও তা দেখিনি" - এই হল তাঁর ভাষ্য যাকে একসময় এদেশে মাস্তানরা ভীষণভাবে পেটানোর ফলে ৫ দিন হাসপাতালে থাকতে হয়। দুর্ভাগ্যবশত তাকে প্রহারকালে কেউ ঠেকাতে আসেনি।

অন্যান্য আফ্রিকীয় ছাত্রদের মুখে একই ধরণের কাহিনী শোনার পর তিনি তাদেরকে নিয়ে বর্ণবাদ বিরোধী একটি সংগঠন গড়ে তোলেন। রোমা জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে পরিচালিত এসমস্ত নানা অত্যাচার ও বৈষম্যের কথা জানতে পেরে ইগবোনুয়াসি "কিছু একটা করার" সিদ্ধান্ত নেন ।

ইগবোনুয়াসি জানতেন যে, স্লোভাক প্রজাতন্ত্র কোন আন্তর্জাতিক চুক্তি স্বাক্ষরিত বা অনুমোদিত করলে তা দেশের আইন হিসাবে পরিগণিত হয়ে থাকে, যার অধিকাংশই মানবাধিকার সংক্রান্ত আইন। স্থানীয় পর্যায়ে এসব নীতিমালা বা আইন কতটুকু প্রয়োগ করা হচ্ছে তিনি তা পর্যবেক্ষণের সিদ্ধান্ত নেন। আর এ লক্ষ্যেই তিনি 'দি লীগ অব হিউম্যান রাইটস্ এ্যডভোকেটস' বা LHRA গঠন করেন।

স্লোভাকিয়ায় অবস্থানরত জাতিসংঘ শরণার্থী সংস্থা বা UNHCR কর্মীবৃন্দ বর্ণ বৈষম্যের বিরুদ্ধে আফ্রিকীয় ছাত্র সংগঠনের কার্যক্রমে সমর্থন যোগায় এবং মি: ইগবোনুয়াসিকে পূর্ব স্লোভাকিয়ার কোন কোন অংশে বিদ্যমান রোমা -নন্ রোমা সংঘাত নিরসন সংক্রান্ত মিশনে অংশগ্রহণের আমন্ত্রণ জানায়।

তিনি বলেন "এ মিশনে গিয়ে আমি যা দেখি তা আমাকে বিস্মিত করে। অবস্থা ছিল সত্যিই ভয়াবহ।" অধিকাংশ রোমা জনগোষ্ঠী বাস করত বিচ্ছিন্ন ভাবে দুরে খড়ের ঘরে। তাদের জন্যে বিদ্যুত বা খাবার পানি কোন কিছুই ছিল না। বেকারত্বের হার ছিল অত্যন্ত বেশী। নব্য নাৎসীবাদী মাস্তানেরা প্রায়ই তাদেরকে শারীরিকভাবে আক্রমন করত। অনেকেই আবার এদের হাতে খুন হত। আজও প্রায়ই এ ধরণের ঘটনা ঘটে। বস্তুত রোমা জনগোষ্ঠী পুঁতিগন্ধময়, অস্বাস্থ্যকর পরিবেশ আর শোচনীয় দারিদ্রতার মধ্যে বাস করে। এদেশের অন্যান্য সংখ্যাগরিষ্ঠ্য জনগোষ্ঠী প্রায়ই রোমাদের সাথে সংঘর্ষে লিপ্ত হলেও এ সমস্যা সমাধানে সরকারের কোন আগ্রহ দেখা যায় না।

"আন্তর্জাতিক আইনের ছাত্র হিসাবে আমি এ সামগ্রিক বিষয়কে সংখ্যালঘু জনগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে মানবাধিকারের মারাত্মক লঙ্ঘণ বলে মনে করি। আমি মনে করি এ সংঘাত নিরসনে কেবল 'প্রস্তাবের' মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে আরও কিছু করা দরকার। এ সব ঘটনা সরেজমিন পর্যবেক্ষণ করে নথিবদ্ধ করা প্রয়োজন। পরবর্তীতে এ সব পরিসংখ্যান ও স্বাক্ষপ্রমাণ রাষ্ট্র ও এর অঙ্গ প্রতিষ্ঠানগুলোকে চ্যালেঞ্জ জানাতে উপস্থাপন করা উচিত।"

অলাভজনক, বেসরকারি এবং জনগণের স্বার্থে গঠিত এবং স্লোভাক প্রজাতন্ত্র আইনে নিবন্ধনকৃত সংস্থা, LHRA এর জন্ম ১৯৯৯ সালের জানুয়ারী মাসে। আগে স্লোভাকিয়ায় মানবাধিকার লঙ্ঘণ পর্যবেক্ষণে অথবা সংখ্যালঘু জাতিগোষ্ঠী, শরণার্থী, শিশু ও মহিলাদেরকে আইনি সহায়তা দিতে ব্যাপক ও সুস্পষ্ট কোন পদ্ধতি ছিল না। LHRA এ বিষয়ে চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করে এবং জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক অঙ্গনে এ সংক্রান্ত যাবতীয় তথ্য প্রেরণ করে।

"বিশ্ব গণমানুষের স্বাধীনতা, ন্যায়বিচার এবং শান্তির পক্ষে সমান ও অবিচ্ছেদ্য অধিকার ও সহজাত মর্যাদা প্রতিষ্ঠায় আমাদের স্বপ্ন বিশাল " - ইগবোয়ানুসি, LHRA

কর্ম কৌশল প্রসংগ

স্লোভাকিয়ায় বৈষম্য ও মানবাধিকার লঙ্ঘণ

পূর্ব ও মধ্য ইউরোপে কম্যুনিস্ট সরকার পতনের পর সূচিত ব্যাপক সামাজিক পরিবর্তনে দেখা দেয় রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা আর অর্থনৈতিক সংকট - জন্ম হয় জাতীয়তাবাদী প্রবণতা। ৯০ দশকের পুরোটা জুড়ে স্লোভাকিয়ায় (১৯৯৩ সালে চেক প্রজাতন্ত্র থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর) দেখা দেয় জাতিগত ও সম্প্রদায়গত বৈষম্য। উগ্র ডান-পন্থী জাতীয়তাবাদী, নব্য-নাৎসিবাদী ও ফ্যাসিবাদী গোষ্ঠী "খাঁটি স্লোভাক বংশোদ্ভূত ব্যক্তি" এই মতাদর্শের আলোকে জাতীয় পরিচয় প্রতিষ্ঠায় উদ্যোগী হয়ে ওঠে। অসহিষ্ণুতা এবং বৈষম্য দেখা দেয়ায় প্রকাশ্যে শারীরিক আক্রমনের ঘটনাগুলো বৃদ্ধি পায়।

রোমা জনগোষ্ঠী আজ সামাজিক ও রাজনৈতিকভাবে শিক্ষা, আবাসন, চাকরি এবং আদালতে ন্যায্য বিচার পাওয়া থেকে বঞ্চিত। উল্লেখ্য, কারাবন্দীদের ৮০ ভাগই রোমা সম্প্রদায়ভূক্ত। সংখ্যাগরিষ্ঠ্য সম্প্রদায়ের রোষের শিকার রোমা জনগোষ্ঠী বর্তমানে হত্যা সহ নানা অত্যাচার-লাঞ্ছনায় জর্জরিত। এসব অত্যাচার আর জুলুমের মধ্যে রয়েছে নব্য-নাৎসি মাস্তানদের দ্বারা শারীরিক আক্রমন আর পুলিশি নির্যাতন।

আইনি অবকাঠামো

স্লোভাক সংবিধান দেশীয় আইনের চাইতেও আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত চুক্তিসমূহকে অধিক গুরুত্ব দেয়, যা সংসদ কতৃক অনুমোদনের পর আইনে পরিণত হয়। ফলে LHRA মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তিগুলোর ধারাসমূহ প্রত্যক্ষ প্রয়োগের মাধ্যমে স্থানীয় আদালত ও প্রশাসনিক কার্যালয়ে মামলা নিস্পত্তিতে বিরাট সুযোগ লাভ করে।

স্লোভাক সরকার বিবিধ আন্তর্জাতিক মানবাধিকার চুক্তি স্বাক্ষর করে কাউন্সিল অব ইউরোপ, ন্যাটো, দি ইউরোপীয়ান ইউনিয়নের মত আন্ত: সরকারি সংস্থাসমূহের সদস্য হবার আশায়। এসব চুক্তিতে বর্ণিত নীতিমালা অনুসরণে সরকারের নীতিগত বাধ্যবাধকতা বা অঙ্গীকার তেমন পরিলক্ষিত হয় না।

এরপরও স্লোভাক সরকার কখনও কখনও স্থানীয় পর্যায়ে এসব চুক্তি বাস্তবায়নে কিছু নীতিমালা গ্রহণ করে থাকে। ১৯৯৯ সালের নভেম্বরে প্রস্তাবনা ৮২১/১৯৯৯ অনুযায়ী স্লোভাক সংসদ রোমা জাতির সমস্যা সমাধানে একটি কর্মকৌশল গ্রহণ করে।

২০০০-২০০৩ সালে সরকার "সমস্ত ধরণের বৈষম্য, বর্ণবাদ, জেনোফোবিয়া, এ্যান্টি সেমিটিজম এবং সকল প্রকার অসহিষ্ণুতা রোধে কর্ম পরিকল্পনা" শিরোণামে জাতীয় নীতিমালা গ্রহণ করে। এ নীতিমালা মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তির প্রতি দেশের অংগীকার প্রকাশে এক পদক্ষেপ হিসাবে পরিগণিত হয়। উপরন্তু, এ নীতিমালা আন্ত:সরকারি পর্যায়ে পররাষ্ট্র বিষয়ক নীতিমালার ক্ষেত্রে উপকরণ হিসাবে বিবেচিত হয়। এ নীতিমালার উদ্দেশ্য হল আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে বোঝানো যে দেশটি আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত বাধ্যবাধকতাসমূহ মেনে চলছে।

সাধারণ লোক বা উদ্দীষ্ট জনগোষ্ঠী কি এসব নীতিমালার ফলাফল বুঝতে পারছে? যেমনটি উদ্ধৃত হয়েছে ঠিক সেই অনুযায়ী কি কতৃপক্ষ সত্যিই তা বাস্তবায়ন করছে? এগুলোই সে সব বিষয় যা স্থানীয় মনিটরবৃন্দের নেটওয়ার্কের মাধ্যমে চিহ্নিত হয়ে থাকে।

নেটওয়ার্কের লক্ষ্য

সরকার তার অঙ্গীকারের প্রতি যত্নশীল কিনা বা দৃশ্যত প্রতিশ্রুতিশীল আইনি অবকাঠামোর সুবিধাসমূহ সাধারণ লোকেরা পাচ্ছে কিনা তার নিশ্চয়তা বিধান করাই LHRA -র কাজ। যদিও অস্বীকার করার উপায় নেই যে আজও সমাজে এবং সরকারি কর্মকান্ডের সর্বস্তরে বৈষম্য এবং মানবাধিকারের অপব্যবহার গভীরভাবে গ্রোথিত।

মনিটরিং নেটওয়ার্ক এবং অধিপরামর্শ সংস্থা গড়ে তোলার মাধ্যমে LHRA স্লোভাক প্রজাতন্ত্রকে গণতান্ত্রিক নীতিমালা, মানবাধিকার, মৌলিক স্বাধীনতা এবং আইনের শাসন প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করার আশা রাখে। এ ব্যাপারে LHRA প্রজাতন্ত্রকে যে সব ক্ষেত্রে উৎসাহিত করে ঃ

- ব্যাপক বৈষম্য বিরোধী আইন প্রণয়ন, যা সরকারি ও ব্যক্তি খাতের সর্বস্তরে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ বৈষম্য প্রতিরোধে সহায়ক হবে

- স্বচ্ছ বিচার ও প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে তোলা, যা বৈষম্য বিরোধী আইন বাস্তবায়ন করবে। এর ফলে এনজিও এবং অন্যান্য সংস্থা ক্ষতিগ্রস্থদের পক্ষে দাঁড়াতে সক্ষম হবে।
- সামাজিক পরিসেবা খাতে এবং কেন্দ্রীয় ও স্থানীয় প্রশাসনিক পর্যায়ে সংখ্যালঘু সম্প্রদায়, বিশেষত রোমা জাতিগোষ্ঠী এবং তাদের সমর্থনপুষ্ট এনজিওসমূহের ব্যাপক অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা।

- বিদ্যালয়গুলোতে এবং স্বাস্থ্য সেবা কার্যক্রমে জাতিগত বৈষম্য রোধে পদক্ষেপ নেয়া। এসব খাতে জাতিগত বৈষম্য ঘটে থাকলে তা তদন্তপূর্বক শাস্তি বিধান করা এবং কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান এ ধরণের বৈষম্যমূলক কাজে জড়িত থাকলে তার মঞ্জুরি বা অনুদান বন্ধ করা।

- আবাসন বৈষম্য প্রতিরোধ ও উচ্ছেদ করা এবং এর স্বার্থে কার্যকর নীতিমালা গ্রহণ করা, যা রোমা জাতির পরিচিতি ও স্বার্থকে তুলে ধরবে, এবং

- সমাজের প্রধান ধারায় ন্যায্য অবস্থান প্রতিষ্ঠায় রোমাদের মধ্যে আস্থা সৃষ্টি করা, যা ইউরোপ, যুক্তরাষ্ট্র এবং কানাডায় অভিবাসন হ্রাসে সাহায্য করবে।

এ কৌশল কিভাবে কাজ করে

স্লোভাকিয়ার বিভিন্ন অঞ্চলের উপর ভিত্তি করে মনিটরিং নেটওয়ার্ককে ৮টি এলাকায় বিভক্ত করা হয়েছে। LHRA প্রধান কার্যালয়ের সহায়তায় আঞ্চলিক সমন্বয়কারীগণ মনিটরদের নিয়োগ ও প্রশিক্ষণ দান করেন, যাদের সবাই স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করেন। মনিটরদের সংখ্যা ওঠানামা করলেও সাধারণত তা ৪৮ জনই হয়ে থাকে (প্রতি অঞ্চলে ৬ জন করে)। সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা বিকেন্দ্রীগত হওয়ায় স্থানীয় ও আঞ্চলিক মনিটরবৃন্দ স্থানীয় কতৃপক্ষের সাথে একত্রে সমস্যা সমাধানে কাজ করে। তবে মারাত্মক কিছু ঘটলে বা স্থানীয় কতৃপক্ষ সহায়তা না করলে রাজধানী ব্রাতিসলাভায় অবস্থিত প্রধান কার্যালয়ের সহায়তা চাওয়া হয়।

মনিটরবৃন্দ মানবাধিকার লঙ্ঘণ সংক্রান্ত ঘটনাগুলো তদন্তপূর্বক ক্ষতিগ্রস্থদের পক্ষে আইন বাস্তবায়নে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দেয়। LHRA এ বিষয়ে সহায়তা করার পাশাপাশি স্থানীয় বা কেন্দ্রীয় কতৃপক্ষের সাথে মানবাধিকার লঙ্ঘণ বিষয়ক ইস্যুগুলো নিয়ে আলোচনা করে।

এ নোটবুকে মনিটরদের স্বেচছাসেবী নেটওয়ার্কের উপরে গুরুত্বারোপ করা হলেও তাকে LHRA -র সামগ্রীক কর্মকান্ডের আলোকেই দেখা হয়েছে। প্রত্যেক অঞ্চলের মনিটরবৃন্দ মানবাধিকার সংক্রান্ত ঘটনাগুলো তদন্তের পাশাপাশি মানবাধিকার আইন বাস্তবায়নে কোন অনিয়ম হলে ক্ষতিগ্রস্থদেরকে প্রতক্ষ্যভাবে সাহায্য করে থাকে। LHRA আইনি সহায়তা দেয়ার পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘণ সংক্রান্ত তদন্তে এবং প্রধান প্রধান মানবাধিকার বিষয়ক ইস্যুগুলো নিয়ে স্থানীয় অথবা কেন্দ্রীয় প্রশাসনের সাথে আলোচনায় অংশগ্রহন করে।

স্থানীয় মনিটরদের দেয়া তথ্যের আলোকে সদর দপ্তর কর্মীবৃন্দ নির্বাচিত এলাকা ও অঞ্চলে মানবাধিকার আইন বাস্তবায়ন হচ্ছে কিনা তা যাচাইয়ে তথ্যানুসন্ধানী কার্যক্রম পরিচালনা করে। তবে তার আগে মনিটরবৃন্দ কি কি বিষয়ে জানতে আগ্রহী সে বিষয়ে LHRA একটি অগ্রীম চিঠি সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষের কাছে প্রেরণ করে। উদাহরণস্বরূপ উল্লেখ করা যায় রোমা জনগোষ্ঠীর সমস্যা সমাধানে সরকারের কৌশলমূলক প্রস্তাবনা ৮২১/৯৯ বাস্তবায়ন সংক্রান্ত তথ্য।

মনিটরিংয়ের অন্তর্গত বিষয়সমূহ:

- রাজনৈতিক প্রক্রিয়ায় রোমা সম্প্রদায়ের অংশগ্রহণ
- রোমা বেকারত্বের হার
- জীবন যাপন প্রণালী
- শিক্ষার হার
- স্বাস্থ্য সুবিধা
- শারীরিক আক্রমনের ঘটনা
- সামাজিক সুবিধা ও পরিসেবায় প্রবেশাধিকার

LHRA, এর সবকিছুই জাতীয় রিপোর্টগুলোতে পাঠিয়ে থাকে এবং সভা, সেমিনারের জন্য বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করে। উদাহরণস্বরূপ LHRA ইউনাইটেড নেশানস্ কমিটি অন দি রাইটস্ অব দি চাইল্ড এবং ওএসসিই হিউম্যান ডাইমেনশান কমিটমেন্ট মিটিংয়ের পূর্ণাঙ্গ অধিবেশনে স্বাক্ষ্যপ্রমাণ হাজির করে। তাছাড়া LHRA -র রয়েছে নিজস্ব সাময়িকী: হিউম্যান রাইটস্ রিপোর্টার।

> এ কাজ আমাকে আমার এলাকার সরকারি কর্মকর্তা এবং তৃণমূল পর্যায়ে জনগণের কাছাকাছি আসতে সাহায্য করে। কতৃপক্ষ যে আমার কথা শুনছে এবং আবাসন সমস্যা, চুক্তিভিত্তিক দাসত্ব, জাতিগত কারণে শারীরিক আক্রমনের মত ঘটনাগুলো সমাধানে এগিয়ে আসছে তাতে আমি খুশী। আর্থিক সুবিধা আসলে এখন আমার কাছে গৌণ বিষয়।
>
> **বেলা ককেনী, প্রধান মনিটর, রিমাভস্কা সভোটা ডিস্ট্রিক্ট**

মনিটর নির্বচন এবং প্রস্তুতিমূলক কর্মকান্ড

LHRA প্রজাতন্ত্রের সর্বত্র মনিটর নিয়োগের উদ্দেশ্যে প্রত্যেক এলাকার জন্য ১জন করে মোট ৮ জন সমন্বয়কারী নির্বাচন করে এবং প্রত্যেক সমন্বয়কারীকে ৬ জন করে উপ সমন্বয়কারী নিয়োগের ক্ষমতা দেয়। ইতোমধ্যে রোমাদের পক্ষে আদালতে কথা বলায় LHRA যে সুখ্যাতি অর্জন করে মূলত সে কারণে প্রারম্ভিক পর্যায়ে মৌখিক ভাবেই মনিটর নিয়োগ সম্ভব হয়। তাছাড়া মনিটরদের কাজ গণমাধ্যমে ব্যাপক প্রচারিত হওয়ায় অনেকেই আজ মনিটর হতে আগ্রহী হয়ে উঠছে। উল্লেখ্য, মনিটরদের জন্য নির্দিষ্ট শিক্ষাগত যোগ্যতার দরকার না হলেও তাদেরকে অবশ্যই লিখতে ও পড়তে সক্ষম হতে হবে।

LHRA রোমাদের মধ্য থেকে ঐসব লোকদেরকেও নিয়োগ দেয় যারা কোন এক সময় মানবাধিকার লঙ্ঘণের শিকার হয়েছে। আর এরাই তাদের সম্প্রদায়ের পক্ষে কথা বলার যথার্থ দাবীদার। একজন মনিটরের রোমা জাতির পক্ষে এবং স্থানীয় কতৃপক্ষের সাথে কথা বলার সাহস থাকা চাই। এ নিয়োগদানে বয়স, লিঙ্গ, রাজনৈতিক পরিচয়, ধর্ম ইত্যাদিকে বিবেচনায় আনা হয় না। এভাবে মনিটর নির্বাচনের মাধ্যমে LHRA প্রকৃতপক্ষে আন্তর্জাতিক ও স্থানীয় আইনের সহায়তায় রোমা জাতিগোষ্ঠীর ক্ষমতায়ন ও একত্রীকরণের পাশাপাশি মানবাধিকার লঙ্ঘণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করায় সাহায্য করছে।

কেন মনিটর হব?

> এ কাজ স্বেচ্ছা প্রবৃত্ত হয়ে করা দরকার, যেহেতু সমাজে এর প্রভাব পড়ে খুব বেশী। আমি বিশ্বাস করি আমার দেশ ও সমাজের উন্নয়নে এটা আমার একান্ত অবদান। আর আমি যখন দেখি আমার সাহায্য পেয়ে অনেকে ভাল আছে, তা আমাকে ভীষণ আনন্দ দেয়।
>
> **জোসেফ বেরকী, প্রধান মনিটর, রেভুকা ডিস্ট্রিক্ট**

কোঅর্ডিনেটর ও মনিটরবৃন্দ স্বেচ্ছাপ্রবৃত্ত হয়ে কাজ করলেও LHRA সামান্য কিছু পারিতোষিকও দিয়ে থাকে: কোন মনিটর প্রমাণযোগ্য কোন ঘটনা উপস্থাপন করলে তাকে ৮০০ স্লোভাক ক্রাউন (২০ মার্কিন ডলার) সম্মানী দেয়া হয়। প্রমাণযোগ্য রিপোর্ট হল ঐ রিপোর্ট যা যথার্থভাবে মানবাধিকার লঙ্ঘণের চিত্র ফুটিয়ে তোলে এবং যা স্বতন্ত্রভাবে নিশ্চিত করা যায়। আগে কোন টাকাপয়সা না দেয়ায় LHRA কিছু যোগ্য মনিটরকে হারিয়েছে, যারা নিজস্ব সময় ও অর্থ ব্যয়ে (যেমন যাতায়াত ভাড়া) সক্ষম ছিল না।

এ সৌজন্য অর্থ ছাড়াও মনিটরবৃন্দ সরাসরি কতৃপক্ষের সামনে নিজস্ব সম্প্রদায়ের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করায় বিশিষ্ট সম্মান লাভ করে থাকে। এ কারণে বহু লোক মনিটর হতে চায় পাশাপাশি এক বছরের পুরানো মনিটরবৃন্দও তাদের মেয়াদ বৃদ্ধিতে আগ্রহ দেখায়।

আর এ কাজের মাধ্যমে তারা যে অভিজ্ঞতা অর্জন করে তা তাদের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে। কোসি ডিস্ট্রিকের LHRA প্রতিনিধি কামিল পোটোসেক্ বলেন, "আমি বিশ্বাস করি এ কাজ করে যে অভিজ্ঞতা আমি লাভ করেছি তা আমাকে ভবিষ্যতে ভাল বেতনে চাকরি পেতে সাহায্য করবে"।

স্থানীয় মনিটরদের নিরাপত্তা ও বৈধতার নিশ্চয়তা বিধান

মনিটরবৃন্দ রাষ্ট্রীয় এবং ব্যক্তিগত পর্যায়ে সংবেদনশীল তথ্য উদঘাটন করে বিধায় তাদেরকে মিথ্যা মামলা, গ্রেফতার, কারাবাস, ব্লাকমেইল, নির্যাতন, মৃত্যুর হুমকী এমনকি শারীরিক নির্যাতনের শিকার হতে হয়। যারা দেশের নাগরিক নয় তাদেরকে বহিস্কৃতও করা হতে পারে। LHRA এ সব ঝুঁকি প্রশমনে সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ গ্রহণ করে থাকে। যেমন স্থানীয় কতৃপক্ষের কাছে পরিচিতি পত্র প্রদান।

মনিটরদের রক্ষার্থে এবং তাদের কাজে বিশ্বাসযোগ্যতা আনতে আমরা তাদেরকে স্থানীয় কতৃপক্ষের সাথে পরিচয় করিয়ে দিই, যাদের সহচর্যে তারা তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করবে।

স্থানীয় কতৃপক্ষের মধ্যে রয়েছেন:

- আঞ্চলিক, জেলা ও স্থানীয় পুলিশ কতৃপক্ষ
- আঞ্চলিক, জেলা ও স্থানীয় সরকারি প্রশাসন
- মেয়র ও কম্যুনিটি লিডার

LHRA -র পক্ষ থেকে চিঠি দিয়ে এদের সবাইকে স্থানীয় মনিটর সম্পর্কে জানানো হয়। চিঠিতে কোঅর্ডিনেটর ও মনিটরদের কার্যভারের উল্ল্যেখ করা হয় একই সাথে কতৃপক্ষ যেন প্রয়োজনে মনিটরদের কাজে সাহায্যে করেন সে অনুরোধও জানানো হয়। মনিটরদের কাজ সম্পর্কে কোন প্রশ্ন থাকলে LHRA সাধারণত স্থানীয় কতৃপক্ষকে প্রধান কার্যালয়ের সাথে যোগাযোগ করতে অনুরোধ করে।

কখনও কখনও এ পরিচিতি পত্রগুলোকে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখা হলেও মাঝে মধ্যে কতৃপক্ষ মনিটরদের যোগ্যতা সম্পর্কেই প্রশ্ন তোলেন। অবশ্য একসময় তারা সকল মনিটরকেই স্বাগতম জানান এবং তা করা হয় খুব সম্ভবত সংবাদ মাধ্যমের সম্পৃক্ততার কারণে।

পরিচয় পত্র

প্রত্যেক মনিটরকে আনুষ্ঠানিকভাবে LHRA পরিচয় পত্র (আইডেন্টিটি কার্ড) দেয়া হয়। পরিচয় পত্রে মনিটরের ছবি, নাম, জন্মতারিখ, অর্পিত দায়িত্ব এবং সময়কালের (এক বছর) উল্লেখ থাকে। এসব পরিচয় পত্র সাধারণত LHRA নির্বাহী পরিচালক কতৃক স্বাক্ষরিত হয়ে থাকে।

মনিটরদের প্রশিক্ষণ

নতুন মনিটরদের প্রশিক্ষণ LHRA প্রধান কার্যালয়ের ব্যবস্থাপনা ও অর্থায়নে সম্পন্ন হয়। সাধারণত নির্বাহী পরিচালক আঞ্চলিক কোঅর্ডিনেটরদেরকে প্রশিক্ষণ দিয়ে থাকেন। আঞ্চলিক কোঅর্ডিনেটর পরবর্তীতে জেলাভিত্তিক মনিটর নির্বাচনে ও প্রশিক্ষণে ভূমিকা রাখেন। অধিকাংশ ট্রেনিং ব্রাতিসলাভায় অবস্থিত LHRA প্রধান কার্যালয়ে সম্পন্ন হয়। বছরে ২বার মনিটরদের মিটিং অনুষ্ঠিত হয় এবং প্রধান কার্যালয়ের কর্মীবৃন্দ প্রতি দুমাসে একবার প্রতিটি অঞ্চল পরিদর্শনে যান।

স্থানীয় মনিটরবৃন্দ পেশাগত আইনবিদও নন বা তাদের আইন সম্বন্ধে তেমন কোন প্রাথমিক অভিজ্ঞতাও নেই। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে তাদেরকে কেবল আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ সম্বন্ধে অবহিত করা হয়, যা রোমাদের নিত্যনৈমিত্তিক সমস্যার সাথে সম্পর্কিত। তারা জানতে পারে রাষ্ট্রের সাথে এসব আইনের বাধ্যবাধকতা কোথায় এবং তা কিভাবেই বা প্রয়োগ করা যায়।

প্রাসংগিক সনদ সমূহঃ

- মানবাধিকার বিষয়ক বিশ্বঘোষণা
- নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক চুক্তি
- অর্থনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তি
- সব ধরণের জাতিগত বৈষম্য দূরীকরণে জাতিসংঘ কনভেনশান
- জাতিগত, ধর্মীয় এবং ভাষাগত সংখ্যালঘুদের অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ ঘোষণা
- জাতিগত সংখ্যলঘুদের সুরক্ষা সম্পর্কিত দি কাউন্সিল অব ইউরোপ ফ্রেমওয়ার্ক কনভেনশান
- ইউরোপীয় সামাজিক সনদ
- শিশু অধিকার সম্পর্কিত জাতিসংঘ কনভেনশান
- নির্যাতন বিরোধী কনভেনশান
- মানবাধিকার সংক্রান্ত ইউরোপীয় কনভেনশান

এসব সনদের অধিকাংশই রাষ্ট্রকে মেনে চলতে হয় বিধায় রাষ্ট্রের সকল প্রতিনিধি অবশ্যই তার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করবে। এসব সনদ রাষ্ট্রের উপর রাজনৈতিক ও নৈতিক উভয় ভাবে চাপ সৃষ্টিতে অধিকতর কার্যকর। মনিটরগণ এর মাধ্যমে মানবাধিকার লঙ্ঘণ সংক্রান্ত বিষয়গুলো চিহ্নিত করতে পারে এবং স্থানীয় কতৃপক্ষের কাছে ক্ষতিপূরণের দাবী তুলতে পারে।

এছাড়াও মনিটরগণ অনুমোদিত চুক্তি ও মুচলেকায় উল্লিখিত অধিকারের প্রতি রাষ্ট্র এবং রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান কতৃক সম্মান প্রদর্শনের বাধ্যবাধকতা সম্বন্ধেও জানতে পারে। অবশ্য মনিটরবৃন্দের প্রশিক্ষণ পরবর্তী কার্যক্রমের স্বার্থে ঐসব অনুচ্ছেদের প্রতিই অধিক গুরুত্ব দেয়া হয় যা রোমা জাতির সমস্যা সমাধানে অধিক কার্যকর। যেমন নাগরিক ও রাজনৈতিক অধিকার বিষয়ক আন্তর্জাতিক চুক্তির পর্ব ২. অনুচ্ছেদ ২, যেখানে বলা হয়েছে "বর্তমান চুক্তির আওতায় প্রত্যেক রাষ্ট্রীয় পক্ষ - জাতি, বর্ণ, লিঙ্গ, ভাষা, ধর্ম. রাজনৈতিক বা অন্যান্য মতামত, জাতীয় বা সামাজিক পরিচয়, সম্পত্তি, জন্ম বা অন্য যে কোন অবস্থান নির্বিশেষে দেশের প্রতিটি নাগরিকের জন্য চুক্তিতে বর্ণিত অধিকার সমুন্নত রাখবে" ।

প্রশিক্ষণে বলা হয়ে থাকে 'রাষ্ট্র' বলতে কেবল রাষ্ট্রপতি, প্রধান মন্ত্রী, মন্ত্রীবর্গ বা সাংসদবৃন্দকেই বোঝায় না বরং রাষ্ট্র ঐ সকল বিভাগকেই চিহ্নিত করে যা কোন ধরণের পার্থক্য ব্যতিরেকে আঞ্চলিক, জেলা ও স্থানীয় শায়ত্বশাসিত সরকার এবং প্রতিষ্ঠান, প্রতিষ্ঠানে কর্মরত কর্মকর্তা এবং সাধারণ নাগরিক সমন্বয়ে সৃষ্ট। তাছাড়া, সকল প্রশাসনিক ও বিচার বিভাগীয় কতৃপক্ষেরই উচিত ঐ সব আইনগত বাধ্যবাধকতা সম্পর্কে অবহিত হওয়া, যা আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় রাষ্ট্র অধিগ্রহণ করেছে।

স্লোভাকিয়ায় অধিকাংশ রোমা জনগোষ্ঠী এসমস্ত বিধি বিধান এবং মৌলিক নাগরিক অধিকার সম্পর্কে অজ্ঞ, আর সংখ্যালঘু হিসাবে এটাই হল তাদের মূল সমস্যা। পর্যাপ্ত আবাসন, বৈষম্য থেকে মুক্তি এবং এরকম আরও অনেক সমস্যা নিরসনের উপায় উপকরণ তাদের হাতে নেই। এমতাবস্থায় এ ধরণের প্রশিক্ষণ তৃণমূল পর্যায়ের জনগণের জন্য এক ধরণের স্বাধীনতা, সুরক্ষা, আশা-আকাংখার বার্তা বয়ে আনে।

> সুখের জন্য অর্থই সবকিছুই না। আমি বিশ্বাস করি আমার কাজ আমার সম্প্রদায়ের আস্থা বৃদ্ধিতে অবদান রাখবে। তাদের সমাজে সম্পৃক্ত হতে সাহায্য করবে। পরোক্ষভাবে আমাদের অর্থনীতিকে সুদৃঢ় করবে এবং সবার জন্য যথেষ্ঠ পরিমানে চাকরি পাওয়ায় ভূমিকা রাখবে।
>
> **আন্না পুসকোভা, স্থানীয় মনিটর, রুজোম্বেরক ডিস্ট্রিক্ট**

মনিটরদেরকে আন্তর্জতিক আইনে পারদর্শী করে তোলা প্রশিক্ষণের উদ্দেশ্য নয় বরং মানবাধিকার আইন সম্পর্কিত দলিল সম্বন্ধে মৌলিক ধারণা দেয়াই এর মূল লক্ষ্য, যা তাদেরকে তৃণমূল পর্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘণ সংক্রান্ত ঘটনাগুলো চিহ্নিত করতে এবং সংশ্লিষ্ট কতৃপক্ষকে অবহিত করতে সাহায্য করবে। এ ধরণের মৌলিক ধারণা দেয়ার পর তাদেরকে মাঠ পর্যায়ে কাজে পাঠানো হয়।
পরবর্তী অংশে বর্ণিত কিছু ফলাফল থেকে প্রশিক্ষণের ফলপ্রসূতা সম্পর্কে ধারণা পাওয়া যেতে পারে।

কৌশলের ফলাফল

প্রাথমিক পর্যায়ে LHRA জাতীয় আলোচ্যসূচীতে বৈষম্য সংক্রান্ত বিষয়াদি অন্তর্ভূক্ত করে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি করে। স্বভাবতই সরকার প্রথমে বৈষম্য সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ অস্বীকার করে। তাছাড়া এর আগে কখনও এ ধরণের কেস সম্বন্ধে মামলা হয়নি এবং মানবাধিকার লঙ্ঘণের কারণে কাউকে বরখাস্ত করা বা শাস্তি দেয়া হয়নি। সরকার, রাষ্ট্র এবং স্লোভাক জনগণকে এভাবে আন্তর্জাতিক পর্যায়ে অবমাননার জন্য কতৃপক্ষ প্রাথমিক পর্যায়ে LHRA কে দায়ী করে।

সরকারের অস্বস্তি সত্ত্বেও অবশেষে গণমাধ্যমের সহায়তায় LHRA কে সমালোচনা করার মূল কারণগুলো প্রকাশ হয়ে পড়ে। ধীরে ধীরে আমরা সুনির্দিষ্ট কেসগুলো নথিবদ্ধ করে আন্তর্জাতিক সচেতনতার সৃষ্টি করি। বিভিন্ন আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে, বিশেষ করে ইউনাইটেড কমিটি অন দি রাইটস্ অব দি চাইল্ডের মত আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠানে "স্লোভাক প্রজাতন্ত্রে রোমা শিশুদের অবস্থা" শীর্ষক রিপোর্টের মাধ্যমে LHRA জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে স্বীকৃতি পেতে আরম্ভ করে।

এরপর বন্যার মত মানবাধিকার লঙ্ঘণ সংক্রান্ত বিভিন্ন রিপোর্ট আসতে থাকে, কোন কোন ক্ষেত্রে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি নিজে স্থানীয় মনিটরদের অজ্ঞাতে রিপোর্ট জমা দেয়। সংস্থার পক্ষে এসব অগণিত রিপোর্ট খতিয়ে দেখাই অসম্ভব হয়ে পড়ে। আগে সুযোগ না থাকলেও এখন ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি সাহায্যের জন্যে আমাদের কাছে আসতে পারে, এসব রিপোর্ট সে ইঙ্গিতই বহন করে।

LHRA হয়রানী ও মামলার শিকার হলেও কতৃপক্ষের মধ্যে অবশেষে ইতিবাচক পরিবর্তন আসতে শুরু করে। পুলিশ, বাদী, বিচারক এবং আদালত সকলেই সংখ্যালঘু বিষয়ে ফলপ্রসুভাবে সাড়া দিতে থাকে। সরকারও এ বিষয়ে বিশেষ মনোযোগ দিতে শুরু করে এবং শিক্ষা, আবাসন, চাকরি প্রতিটি ক্ষেত্রে জাতিগত বৈষম্য নিরোধের উদ্দেশ্যে নীতিমালা তৈরী করে।

LHRA র লক্ষ্যমাত্রার আলোকে দেওয়ানি, ফৌজদারি, প্রশাসনিক ও শ্রম আইন সংশোধন করা হয় এবং সংসদেও শীঘ্রই বৈষম্য বিরোধী আইন পাশ হতে যাচ্ছে।

> এ অঞ্চলে LHRA -র অবস্থানের কারণে দুর্গত রোমাদের মধ্যে পুনরায় আশা এবং আস্থা জাগতে শুরু করেছে। আমি আশা করি আরও অধিক সংখ্যায় লোক আমাদের সংগ্রামে শামিল হবে, যা আমাদের অঞ্চলকে সম্পূর্ণরুপে কলুষমুক্ত হতে সাহায্য করবে।
>
> **নাতাশা জারোভা, প্রধান মনিটর, সালা ডিস্ট্রিক্ট**

মানবাধিকার সংক্রান্ত অভিযোগসমূহ খতিয়ে দেখার পক্ষে প্রথম ক্ষমতাপ্রাপ্ত ব্যক্তি বা অমবাডস্‌ম্যান নিযুক্ত করা হলেও (যার জন্য LHRA দীর্ঘদিন প্রচেষ্টা চালিয়েছে) তাকে তার কার্যক্রম পরিচালনায় সম্পূর্ণ স্বাধীনতা দেয় হয়নি। তবে পরিবর্তন যে শুরু হয়েছে এসব বিষয় তার ইঙ্গিতই বহন করে।

> ২০০২ সালের এপ্রিল মাসে আমি ঐ সব স্থানীয় সরকার কার্যালয়ে মূল্যায়ন ফর্ম পাঠাই, যেখানে পরিচয় পত্র সহ স্থানীয় মনিটর নিযুক্ত করেছিলাম। আশ্চর্য হলেও সত্যি অর্ধেকেরও বেশী স্থানীয় সরকার কার্যালয় থেকে এসব মনিটরদের কাজ চালিয়ে যাবার অনুরোধ করা হয়।
>
> **কলোম্বাস ইগবোয়ানুসি, নির্বাহী পরিচালক, LHRA**

LHRA ঐসব অসংখ্য সুনির্দিষ্ট কেসগুলোও নথিবদ্ধ করেছে যে সব কেসে আমাদের মনিটরিং কার্যক্রম লক্ষ্যণীয় প্রভাব ফেলেছে:

- ✓ মনিটরগণ দেখতে পায় যে স্পিসকা নোভা ভেস্ জেলায় একটি শহরের কেন্দ্রস্থল হতে রোমা জনগোষ্ঠীকে গণহারে উচ্ছেদ করা হয়েছে। LHRA এ ঘটনা তদন্তে বড় ধরণের অনুসন্ধানী মিশন পাঠায় এবং এ ঘটনা নিয়ে স্থানীয় কতৃপক্ষের সাথে আলোচনা করে। ফলে তাৎক্ষণিকভাবে উচ্ছেদ অভিযান বন্ধ হয়ে যায়।

- ✓ মনিটরগণ এমন সব তথ্য প্রদান করে, যা পুলিশি নির্যাতনে এক রোমার মৃত্যুর জন্য দায়ী ৭ পুলিশের গ্রেফতারে সাহায্য করে ।

- ✓ স্থানীয় পর্যায়ে মনিটরদের সফল উদ্যোগের ফলে স্লোভাকিয়ার রোমা ও বিদেশী কৃষ্ণাঙ্গদের উপর নব্য নাৎসি মাস্তানদের জাতিগত আক্রমন গুলো আদালতে উপস্থাপিত হয়।

- ✓ ৮ সন্তানের মা মিসেস আনাস্তাসিয়া বালাজোভা নব্য-নাৎসি মাস্তান কতৃক খুন হলে মনিটরদের প্রচেষ্টায় অভিযুক্তদের গ্রেফতার, আদালতে সমর্পন ও শাস্তি দেয়া সম্ভব হয়।

- ✓ ট্রিবিসেভ শহরের একটি স্কুলে রোমা শিশুদের আলাদা করে দেখার ঘটনা স্থানীয় মনিটরদের প্রচেষ্টাতেই ২০০০ সালের অক্টোবরে জনসমক্ষে আসে এবং ইউনাইটেড নেশান্স কমিটি অন দি রাইটস অব দি চাইল্ডকে জানানো সম্ভব হয়।

- ✓ সালা জেলার একটি আদালত অর্ধ শিক্ষিত এক রোমাকে নিজেকে সমর্থনের কোন সুযোগ না দিয়েই কারাদণ্ডে দন্ডিত করলে জনৈক LHRA মনিটর এ বিচার বৈষম্যকে সবার সামনে তুলে ধরে।

- ✓ ২০০০ সালের ১৪ ই ডিসেম্বর স্বরাষ্ট্র মন্ত্রী মহোদয় নব্য নাৎসি মাস্তান এবং অন্যান্য বর্ণবাদী গ্রুপগুলোর অপরাধগুলো চিহ্নিত করতে এনজিও এবং আইন প্রয়োগকারী এজেন্সী সমূহের সমন্বয়ে একটি কমিশন গঠন করেন। যে কমিশনে LHRA -র ১ জন প্রতিনিধি নিয়োগ করা হয়।

বাধা এবং চ্যালেঞ্জ

রাজনৈতিক ও শারীরিক নিরাপত্তা

বিনামূল্যে LHRA খ্যাতি অর্জন করেনি। সংস্থা এবং মনিটরবৃন্দকে এসব অপরাধ কর্মকান্ড সমর্থন করে এমন লোকদের মোকাবেলা করার পুরষ্কার স্বরূপ ভয়-ভীতি ও হুমকীর সম্মুখীন হতে হয় । LHRA এবং এর প্রেসিডেন্টকে কিছু রাষ্ট্রীয় এজেন্ট এবং ডানপন্থী দল আইনের কাঠ গড়ায় দাঁড় করায়। কিছু মনিটরদের বিরুদ্ধে অপরাধ সংক্রান্ত মিথ্যা অভিযোগ এনে কারারুদ্ধ করে নির্যাতন করা হয়। তাদের পরিবারও হুমকী থেকে অব্যাহতি পায়নি। কিছু মনিটর যারা কতৃপক্ষের হয়রানীর শিকার হয় অথবা যাদেরকে নব্য-নাৎসি মাস্তানেরা হুমকী দিয়ে চিঠি পাঠায়, তারা খোলামেলা কথা বলতে বা তাদের এলাকা বা অঞ্চলে ভালভাবে কাজ করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হয়।

প্রশিক্ষণ পর্যায়ে নিরাপত্তা সংক্রান্ত আলোচনা সহ মনিটরদের পরিচয় পত্র দেয়ার পরেও LHRA, মনিটরদের নিরাপত্তার স্বার্থে পুলিশ ও কতৃপক্ষের সাহায্য নেয়, বৈধ মামলা করে এবং প্রচার প্রচারণার আশ্রয় নেয়।

মনিটরবৃন্দের আইন সম্পর্কে ধারণা

মানবাধিকার লঙ্ঘণ কি তা বুঝতে মনিটরদের প্রথম বেশ বেগ পেতে হয়। প্রশিক্ষণ পর্যায়ে কেউ কেউ বলে যদি প্রতিবেশী তাদেরকে অপমান করে অথবা কোন বন্ধু যদি ভুল বোঝে অথবা কেউ যদি সময়মত ধার নেয়া টাকা পরিশোধে ব্যর্থ হয়, সেটাই মানবাধিকার লঙ্ঘণ। আন্তর্জাতিক সনদ অনুযায়ী মানবাধিকার লঙ্ঘণ কি তা বোঝাতে প্রশিক্ষকবৃন্দের বেশ সময় লেগে যায়। তবে বৈষম্যের সুনির্দিষ্ট বিষয়সমূহ উত্থাপিত হলে অনেকেই বৈষম্য বিষয়ে তাদের নিজ নিজ অভিজ্ঞতা তুলে ধরে।

কতৃপক্ষের সাথে মনিটরদের সম্পর্ক

অবশ্যই মনিটরদেরকে সব সময় খোলা মনে স্বাগত জানানো হয়নি। তারা প্রায়ই স্থানীয় কর্মকর্তাদের রোষের শিকার হয়েছে, কারণ তারা মনিটরদের কর্মকান্ডকে তাদের জন্য হুমকীর কারণ ভেবেছে। কখনও কখনও তারা সরাসরি মনিটরদেরকে সহায়তা করতে অস্বীকার করেছে।

যাহোক, নিবেদিত মনিটরবৃন্দ কখনই এসব হুমকীতে ভীত হয় না। তাদেরকে ধৈর্য্যশীল, শান্ত, স্থির চিত্ত হবার শিক্ষা দেয়া হয়। তাছাড়া, কতৃপক্ষের সাথে সার্বক্ষণিক যোগাযোগ কখনও কখনও প্রাথমিক অবিশ্বাস উত্তোরণে সাহায্য করেছে। মনিটরদেরকে উৎসাহিত করা হয় তারা যেন কতৃপক্ষের সাথে আলোচনায় গণমাধ্যমকে আমন্ত্রণ জানায়। কারণ গণমাধ্যমের শক্তি সম্বন্ধে কতৃপক্ষ বেশ ভালভাবেই অবগত বিধায় কোন মনিটরের অনুরোধ রিপোর্টারের সামনে কতৃপক্ষের জন্য সহজে প্রত্যাখ্যান করা সম্ভব হয় না।

অন্যত্র এ কৌশল বাস্তবায়ন

ঘরোয়া পর্যায়ে আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সংক্রান্ত বিধিমালা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে পর্যবেক্ষণ প্রয়োজন - এমন সব ভিন্ন ভিন্ন পটভুমিতেই এ কৌশল প্রয়োগ করা যেতে পারে। এ কৌশল উন্নয়নে অনুমিত ধারণাসমূহ:

- রাষ্ট্র আইনগতভাবে আন্তর্জাতিক বিধিবিধানের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ তাই এ বিধান দেশের প্রত্যেক অঞ্চল বা এলাকার স্থানীয় কতৃপক্ষের জন্যই প্রযোজ্য
- স্থানীয় পর্যায়ে মানবাধিকার লঙ্ঘিত হচ্ছে বিধায় স্থানীয় মনিটরবৃন্দই সবচাইতে কার্যকরভাবে তা লিপিবদ্ধ করতে সক্ষম
- অধিকার লঙ্ঘণ সংক্রান্ত ঘটনাগুলো প্রশমনে অবশ্যই স্থানীয় প্রশাসনকে সম্পৃক্ত করা দরকার, যা তাদেরকে আন্তর্জাতিক বিধিমালার আওতায় দায়িত্ব পালনে তৎপর করে তুলবে

এ কৌশল বিবেচনা বা বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে কিছু জরুরী বিষয় মনে রাখা দরকার :

১. আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইন সম্বন্ধে ধারণা

প্রথমত, সংস্থার কর্মীদের অবশ্যই বহুপাক্ষিক, আঞ্চলিক অথবা উপ-আঞ্চলিক আন্তর্জাতিক মানবাধিকার সনদ সম্পর্কে অবহিত হতে হবে। কেবলমাত্র নৈতিক বা রাজনৈতিক বাধ্যবাধকতা আছে এমন সনদের চাইতে আইনি বাধ্যবাধকতা আছে এমন সনদ সম্পর্কে সংস্থার অধিকতর ধারণা থাকা প্রয়োজন। কারণ একবার রাষ্ট্র কোন চুক্তি অনুমোদন করলে বা কোন কনভেনশানে সম্মতি দিলে অথবা কোন ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর করলে রাষ্ট্রের পক্ষে এসব কনভেনশান বা ঘোষণাপত্রের শর্তাদি মেনে চলা জরুরী হয়ে পড়ে।

এর ফলে মানবাধিকার সংস্থাগুলো তাদের মনিটরিং কার্যক্রমে একটা শক্তিশালী অবস্থান খুঁজে পায়, যা রাষ্ট্রকে স্থানীয় পর্যায়ে বিভিন্ন শর্ত পূরণে 'কার্যকরী সহায়তা' দিয়ে থাকে। রাষ্ট্রের কোন কোন পক্ষ এরকম সাহায্যের ক্ষেত্রে বাদ সাধতে পারে, এমনকি মনিটরদেরকে রাষ্ট্রের 'বিপক্ষ' শক্তি হিসাবেও অভিযুক্ত করে থাকে। আইনের চোখে মনিটরিং কার্যক্রমের দৃঢ় ভিত্তি রয়েছে বিধায় এক সময় সরকারের মধ্য পন্থী ও প্রগতিশীল শক্তিগুলো স্বীকার করবে যে রাষ্ট্র মনিটরিং কার্যক্রম থেকে আসলে উপকৃতই হচ্ছে।

২. বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট ও সমালোচনা

সংস্থার বিশ্বাসযোগ্যতা বজায় রাখতে বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট খুবই জরুরী। বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্ট ও সমালোচনা রাষ্ট্রকে তার ত্রুটিসমূহ যথার্থ নির্ণয়সহ প্রয়োজনীয় সমন্বয়ে সাহায্য করে। এর ফলে তৃণমূল পর্যায়ে জনগণ এ কার্যক্রমের ফলাফল জানতে ও তা থেকে উপকৃত হতে পারে। ২য়ত বস্তুনিষ্ঠ রিপোর্টিং একটি সংস্থার জন্য আন্তর্জাতিক মনবাধিকার সম্প্রদায়ের আস্থা অর্জনে সহায়ক হয়। এক সময় সংস্থা রাষ্ট্রের আস্থা অর্জনেও সক্ষম হয়। পক্ষপাতিত্বপূর্ণ রিপোর্টিং এবং প্রমাণ অযোগ্য সমালোচনা প্রতিষ্ঠানের সুনাম ক্ষুন্ন করে পাশাপাশি সাধারণ জনগণ, সরকার ও আন্তর্জাতিক পক্ষসমূহের কাছে কাজের বিশ্বাসযোগ্যতা বিনষ্ট করে থাকে।

৩. সরকারি প্রতিবন্ধকতা ও বিরোধীতা

স্বভাবতই সরকারি প্রতিষ্ঠানগুলো সর্বোতভাবে চেষ্টা করবে মানবাধিকার লঙ্ঘণ সম্পর্কিত অভিযোগগুলো খন্ডন করতে। প্রাথমিক পর্যায়ে রাষ্ট্র ও রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে তীব্র বিরোধীতা ও আপত্তির সম্ভাবনা থেকেই যায়। গণমাধ্যমের মাধ্যমে নিন্দাজ্ঞাপন ও আক্রমনাত্মক রিপোর্টের মাধ্যমে এ বিরোধীতা করা হতে পারে। আপনার রিপোর্টকে পক্ষপাতিত্বপূর্ণ এবং সরকার বিরোধী বলা হতে পারে। রাষ্ট্র আপনার কর্মপদ্ধতিকে বাধাগ্রস্থ করতে পারে, টেলিফোনে আড়ি পাততে পারে এবং রিপোর্ট চুরি করে তা আপনারা বিরুদ্ধে ব্যবহার করতে পারে। বিরোধী রাজনৈতিক দলের সাথে আপনার সংস্থার সম্পৃক্ততার অভিযোগও উঠতে পারে। এমনকি আপনাকে বিদেশী সরকারের পক্ষে কাজ করার জন্যও অভিযুক্ত করা হতে পারে। আপনাকে হয়রানি করার আর একটি কৌশল হল আপনার সংস্থার বিরুদ্ধে অর্থনৈতিক অবরোধ আরোপ করা। আপনি এবং আপনার সংস্থার কর্মীদেরকে কাজ বন্ধ করার জন্য হুমকী দেয়া হতে পারে। আপনাদেরকে অপরাধের মিথ্যা অভিযোগ,গ্রেফতার,কারাবাস, ব্লাকমেইল এমনকি শারীরিক আক্রমনের হুমকীও দিতে পারে। যারা দেশের নাগরিক নয় তাদের বহিষ্কার করা হতে পারে। উগ্র ডানপন্থী এবং সামাজিক পরিবর্তনের বিরোধীতাকারীগণ আপনার উপর হামলা চালাতে পারে।

এ ধরণের হয়রানি যা স্বয়ং LHRA কেও ইতোমধ্যে করা হয়েছে তা আসলে আপনার ইচ্ছাশক্তি এবং দৃঢ় সংকল্পকে ধ্বংস করার জন্য ইচ্ছাকৃতভাবেই করা হয়। তবে আপনি নিজের অবস্থান শক্ত থাকুন।

৪. সরকারি অংশীদারিত্ব

আপনার কর্মকান্ড আন্তর্জাতিক পরিসরে রাষ্ট্রের জন্য অস্বস্তিকর হতে পারে। তা যেন না হয় সে জন্য আপনাকে অবশ্যই ইতিবাচক পদক্ষেপ নিতে হবে। কোন সরকারের প্রতি আন্তর্জাতিক দৃষ্টি নিবদ্ধ হলে সে সরকার তখন মানবাধিকার লঙ্ঘণের মত ঘটনাগুলো খারাপের দিকে নিতে পারে না, বরং তা যেন না ঘটে সে চেষ্টাই করে। আন্তর্জাতিক খ্যাতি বাড়াতে রাষ্ট্র আপনার পরামর্শ ও সহযোগিতা চাইতে পারে। মনে রাখা উচিৎ, মানবাধিকারের প্রতি সম্মান প্রদর্শন নিশ্চিত করা আপনার অভিষ্ঠ লক্ষ্য হলে, আপনাকে কেবল কতৃপক্ষকে সমালোচনা করলেই চলবে না, এক্ষেত্রে কোন অগ্রগতি হলে তাদেরকে প্রশংসার পাশাপাশি অগ্রগতি যাতে হয় সে বিষয়ে সাহায্য করতে হবে। এভাবেই কতৃপক্ষের সাথে আন্তরিক সম্পর্কের সৃষ্টি হতে পারে, যা সহযোগিতা ও পারস্পরিক বিশ্বাস সৃষ্টি করবে।

৫. টিম ওয়ার্ক ও সহযোগিতা

স্থানীয় মনিটরদের সাথে ভাল কর্ম সম্পর্ক এবং অন্যান্য এনজিওর সাথে তথ্য বিনিময়ের ক্ষমতা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রধান কার্যালয়ের কর্মীবৃন্দ এবং স্থানীয় মনিটরদের মধ্যে দলগতভাবে সহযোগিতার ফলে মাঠ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহের নিঁখুত সন্নিবেশে ও মানবাধিকার সংক্রান্ত অভিযোগগুলো কার্যকরভাবে খতিয়ে দেখতে সুবিধা হয়। এর ফলে ক্ষতিগ্রস্থ ব্যক্তি দ্রুত সাহায্য পেয়ে থাকে এবং অপরাধী ব্যক্তি তথ্য প্রমাণ আড়াল করার সুযোগ পায়না। মনিটরবৃন্দ এবং আইন প্রয়োগকারী সংস্থা সহজেই মানবাধিকার কেসগুলো সনাক্ত করে সন্দেহভাজনদের গ্রেফতারপূর্ব্বক আদালতে সোপর্দ করতে সক্ষম হয়।

আন্তর্জাতিক এনজিও সমূহের সাথে (যেমন এ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনাল, দি ইউরোপ রোমা রাইটস্ সেন্টার, হিউম্যান রাইটস্ ওয়াচ ইত্যাদি) দলগত সহযোগিতা এবং তথ্য বিনিময়ের মাধ্যমে আপনি দেশের মানবাধিকার লঙ্ঘণ সংক্রান্ত ঘটনাগুলো আন্তর্জাতিক পর্যায়ে তুলে ধরতে পারেন। তাদের রিপোর্ট মানবাধিকার সংক্রান্ত আইনি বাধ্যবাধকতা পালনে একটি রাষ্ট্রের উপর চাপ সৃষ্টি করে। এ কর্মসম্পর্ক আপনার সংস্থাকেও রক্ষায় ভূমিকা রাখবে।

৬. মনিটর কতৃক অন্তর্ঘাতের ঝুঁকি

স্থানীয় মনিটরবৃন্দ কাজ করতে গিয়ে কতৃপক্ষের জন্য অত্যন্ত জরুরী কিছু নাজুক তথ্য গোপন করে থাকে। ক্ষতিগ্রস্থের নিরাপত্তা এবং সমাজের সার্বিক কল্যাণ উভয়ের জন্যই এসব তথ্য সংরক্ষণ খুবই জরুরী। কতৃপক্ষ এসব তথ্য দেশের নিরাপত্তার স্বার্থ সংশ্লিষ্ট বলে দাবি করে বিধায় তা ক্রোক করে এবং প্রয়োজনে মনিটরিং সংস্থায় তল্লাশী চালায়। তাদের স্বার্থ হাসিলে মনিটরকে ঘুষ প্রদান সহ সংস্থাকে মারাত্মক হুমকীও প্রদান করে। LHRA -র বেলায় ডঃ ইগবোনুয়াসির টেলিফোন ও মোবাইল ফোনে আড়ি পাতা হয়েছিল এবং জনৈক মনিটরকে রিপোর্ট এবং LHRA কর্মকান্ড সংক্রান্ত তথ্য সরবরাহের জন্য ঘুষ দেয়া হয়েছিল, যা ৬ থেকে ৯ মাসের আগে জানা যায়নি।

LHRA নিম্নলিখিত প্রতিরোধমূলক পদক্ষেপের সুপারিশ করেঃ

- যত বেশি সম্ভব স্বচ্ছতা অর্জনের চেষ্টা করুন। যত কম গোপন এবং নাজুক তথ্য আপনার হাতে থাকবে তত কম হুমকী বা চাপের সম্মুখীন আপনি হবেন।

- কেবলমাত্র পরিচালক ও কর্মকর্তা মানবাধিকার লঙ্ঘণ সংক্রান্ত তাদের রিপোর্ট নিয়ে কি করবেন সে সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন।

- টেলিফোন বা ই-মেইলে সংবেদনশীল কথোপকথন না বলে স্বশরীরে বা রেজিস্ট্রিকৃত চিঠির মাধ্যমে তা আলাপ করা যেতে পারে।
- মনিটরদের নিয়োগের আগে তাদেরকে LHRA কর্মকান্ডের অতীত অন্তর্ঘাতের বিষয় এবং তাদের এবং ক্ষতিগ্রস্থের জন্য তা কতখানি ঝুঁকিপূর্ণ বা এর পরিণাম কি দাঁড়াতে পারে তা জানাতে হবে।
- সংস্থার কার্যালয় ও তথ্যাগারে কঠোর প্রহরার ব্যবস্থা করতে হবে।

উপসংহার

দীর্ঘ মেয়াদী ফলাফল অর্জন এবং ফলপ্রসূ সামাজিক পরিবর্তনের স্থির সংকল্প ছাড়া টেকসই মনিটরিং নেটওয়ার্ক সৃষ্টি সম্ভব নয়। আপনার জন্য বাধা বিপদ আসতে পারে, দীর্ঘ মেয়াদী অঙ্গীকার ও অদম্য সংকল্পের প্রয়োজন হতে পারে, এমনকি হয়রানিকালে আপনার সংস্থাকে বাইরে থেকে বৈধ সমালোচনা হলে তা স্বীকার ও সহ্য করতে হতে পারে। এটা বিশেষ ভাবে গুরুত্বপূর্ণ যখন পক্ষপাতপূর্ণ সমালোচনা আপনার বিশ্বাসযোগ্যতাকে দুর্বল করে দেয়।

আন্তর্জাতিক আইন সম্পর্কে আপনার ধারণা ও শ্রদ্ধাবোধ অবশ্যই বাড়াতে হবে। তাছাড়া রাষ্ট্রের আইনি কাঠামো এবং আন্তর্জাতিক আইনের মধ্যে সম্পর্ক স্থাপন খুবই জরুরী। রাষ্ট্র আইনের প্রতি প্রতিশ্রুত থাকলেই কেবল আপনি সর্বোত্তম ফলাফল আশা করতে পারেন। তবেই আপনার দাবিগুলো ব্যাপক আইনি ও রাজনৈতিক বৈধতা পাবে।

পক্ষান্তরে, মানবাধিকার সংক্রান্ত আন্তর্জাতিক আইনের আওতায় পড়ে না এমন সমস্যাগুলোর ক্ষেত্রে অথবা আদালতে আন্তর্জাতিক আইন প্রয়োগ করা যেতে পারে জাতীয় এমন আইনি কাঠামোর অভাবে এ কৌশল প্রয়োগ কঠিন হয়ে দাঁড়াবে ।

আপনার সংস্থা এবং বিশেষ করে মনিটরবৃন্দের নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয়গুলোকে খাটো করে দেখবেন না। নিবেদিত কর্মীবৃন্দ যারা স্বেচছায় এ মহৎ প্রচেষ্টায় অংশগ্রহণ করে, তারা হল আপনার জন্য বিরাট এক সম্পদ। তাদের উপর আপনাকে নির্ভর করতে হয় বিধায় এদের নিরাপত্তার ব্যাপারটা আপনাকে ভাবতে হবে এবং তারা যখনই কোন হুমকীর সম্মুখীন হবে, আপনাকে তাদের সাহায্যে এগিয়ে আসতে হবে।

পরিশেষে, অনুগত এবং প্রতিশ্রুত স্বেচ্ছাসেবী নেটওয়ার্ক, নিরাপদ আইনি পরিকাঠামো এবং পরিবর্তনের পক্ষে দীর্ঘমেয়াদী অঙ্গীকারের কারণে আমরা আশা করি যে, আপনি এমন এক মনিটরিং ব্যবস্থাপনা তৈরীতে সমর্থ হবেন, যা আন্তর্জাতিক মানবাধিকার আইনসমূহ আপনার কম্যুনিটিতে স্থানীয় পর্যায়ে প্রয়োগে সাহায্য করবে।